1 JAN 2017
পৃ. ৭-৩ ... ৬

দৈনিক
ইত্তেফাক

জামালপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তির নামে অনিয়ম!

■ জামালপুর প্রতিনিধি

জামালপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তির নামে চলছে অনিয়ম ও দুর্নীতি। ভর্তি বাণিজ্যের কারণে ষষ্ঠ শ্রেণির পরীক্ষায় মেধা তালিকায় উত্তীর্ণ হয়েও ২৪জন শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে চরম উৎকন্ঠায় অসুস্থ হয়ে চিকিৎসা নিচ্ছে হাসপাতালে। ওই ভর্তিবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়ে অভিভাবকরা মঙ্গলবার জামালপুর প্রেসক্লাব মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলন করেছেন।

দুর্নীতি

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, গত ২৪ ডিসেম্বর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণির ভর্তির জন্য যথারীতি পরীক্ষা নেয় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ওইদিন মেধাতালিকা যাচাই-বাছাই করে অবশেষে মোট ১২০ জন পরীক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পায় মর্মে ফলাফল নোটিস বোর্ডে টানিয়ে দেয়া এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের আগামী দুই জানুয়ারির মধ্যে ভর্তি হওয়ার নির্দেশনা দেয় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কিন্তু হঠাৎ একদিন পর মেধাতালিকা পরিবর্তন করে আবার ২৪ জন শিক্ষার্থীর নাম বাদ দিয়ে নতুন করে আরেকটি তালিকা প্রকাশ করে। এতে মেধাতালিকায় উত্তীর্ণ হয়েও ২৪ জন কোমলমতি শিশু-কিশোর ভর্তিবঞ্চিত হয়ে কান্নাকাটিসহ খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে।

অভিভাবকদের অভিযোগ, বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আমিমুল আহসান নয়ন ও শিক্ষক আব্দুল আজিজের কাছে তিন থেকে চার হাজার টাকা মাসে প্রাইভেট পড়তে হয়। আর প্রাইভেটের সুবাদে শিক্ষক কোটায় ভর্তি করা হচ্ছে। শিক্ষকদের সঙ্গে প্রধান শিক্ষক সুলতানা রাজিয়া নিজে ভর্তির নামে অর্থ বাণিজ্যে জড়িয়ে পড়ছেন। সহকারী শিক্ষক আমিমুল আহসান নয়ন ও শিক্ষক আব্দুল আজিজ বলেন, আমরা প্রাইভেট পড়াই। কেউ পড়ে যদি ভালো রেজাল্ট করে তাহলে আমাদের কিসের দোষ। দুর্নীতির মাধ্যমে ভর্তি করা হয়েছে কি না সেটা আমরা জানি না। অপরদিকে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুলতানা রাজিয়া বলেন, আমি কিছু জানি না। কম্পিউটার অপারেটরের ভুল হতে পারে। মেধাতালিকায় উত্তীর্ণদের বাদ দিয়ে নতুন করে নেয়ার বিষয়ে তিনি বলেন, এসব দায়-দায়িত্ব প্রশাসনের। তারাই ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এদিকে দুর্নীতির মাধ্যমে কোমলমতি শিশুদের ভর্তিবঞ্চিত করায় শিশু আইন লঙ্ঘন করা হয়েছে। এ কারণে অবিলম্বে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে সুবিচার দাবি করেছেন এলাকার শিক্ষানুরাগী ও সুধীজন।